SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

পদার্থধর্মসংগ্রহে গুণরূপে শব্দ: একটি বিশ্লেষণ।

কল্যাণ ব্যানার্জী

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শনে শব্দের দ্রব্যত্ব বা গুণত্ব বিষয়ক আলোচনা শব্দ সম্পর্কিত আধিবিদ্যক আলোচনার সঙ্গে যুক্ত। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ তাঁর *বৈশেষিকসূত্রের* দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে শব্দের স্বরূপ প্রকাশের পাশাপাশি শব্দ গুণ না দ্রব্য না কর্ম? এজাতীয় একটি সংশয় প্রকাশ করে শব্দকে গুণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে উক্ত সংশয়ের নিরাশ করেছেন। আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে শব্দের গুণত্বাভাব দেখিয়ে শব্দকে আকাশের গুণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। *পদার্থধর্মসংগ্রহকার* প্রশস্তপাদাচার্য বৈশেষিক সূত্রের রেশ ধরেই *পদার্থধর্মসংগ্রহের* আকাশপ্রকরণে পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে শব্দের গুণত্বাভাব দেখিয়ে আকাশে শব্দের গুণত্ব সিদ্ধ করে একটি পরিশেষানুমানের উল্লেখ করে শব্দকে আকাশসিদ্ধির লিঙ্গ বলেছেন। *পদার্থধর্মসংগ্রহের* আকাশপ্রকরণে শব্দকে আকাশের সংযোগাদি গুণের সঙ্গে উল্লেখ করলেও শব্দ যে সংযোগাদি গুণের থেকে পৃথক সে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। আবার গুণপ্রকরণে শব্দকে ‘প্রদেশবৃত্তি’ বলে রূপাদি গুণের থেকে পৃথক করে শব্দ যে অন্যান্য দ্রব্যের গুণ নয় আকাশের গুণ সেকথা প্রকাশ করতে বলেছেন ‘শব্দোঽস্বরগুণঃ’। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ যেতে পারে, মীমাংসক প্রভাকর শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন, কিন্তু মীমাংসক কুমারিল ভট্ট শব্দকে দ্রব্য হিসেবে মেনেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে শব্দের গুণত্ব বিষয়ক আধিবিদ্যক আলোচনা বহুরৈখিক ও বহুমুখী এবং এই আলোচনা ভারতীয় দর্শনে শব্দচর্চা বিষয়ক আলোচনাকে এক বিশেষ গভীরতা প্রদান করেছে। বর্তমান প্রবন্ধটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে প্রশস্তপাদাচার্যের *পদার্থধর্মসংগ্রহ* অনুসরণ করে শব্দের গুণত্ব বিষয়ক সেই গভীর আলোচনাকে স্পর্শ করার প্রয়াস মাত্র।